পলিসি ব্রিফ

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২২

মে ২০১৪

ভূমিকা

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন, ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন, এফবিসিসিআই ও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন জেলার মোট ১৮টি কাঁচাবাজারকে ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ, জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও একটি স্বতন্ত্র খাদ্য পরীক্ষাগার স্থাপন এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে এ সকল উদ্যোগসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়, কারণ খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি প্রতিবছরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ফলে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ভেজাল খাদ্যের ব্যপকতা অব্যাহত থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয়ের ওপর যে সুশাসন-সহায়ক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তারই অংশ হিসেবে ২০১৪ সালের ২০ মার্চ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে (http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/fr_ds_safe_food_gov_bn_14.pdf)। এ গবেষণার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত, টেকসই, দক্ষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

১. আইনি কাঠামো সংক্রান্ত

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সম্পর্কিত তিনটি আইন- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর যথাযথ বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হলো- আইনসমূহে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যহত থাকা; বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এ দেশের সকল জেলা ও মহানগর পর্যায়ে খাদ্য আদালত গঠন না করে তার পরিবর্তীতে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত' গঠনের বিধান রাখা; বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তার সরাসরি মামলা করার বিধান না থাকা; নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ সরাসরি মামলা করার বিধান রাখা হলেও ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতা থাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তা কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ নমুনা পরীক্ষার ফি জমাদানের বিধান উল্লেখযোগ্য। আইনসমূহের বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জের কারণে সার্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের আইনি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়।

সুপারিশসমূহ:

১.১ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ সংশোধন করে খাদ্যে ভেজালের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে সশ্রম কারাদণ্ড, প্রতিটি জেলা ও মহানগরে অন্তত একটি খাদ্য আদালত গঠন, ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন এবং নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহনের বিধান করতে হবে।

১.২ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধন করে ভোক্তার সরাসরি মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে।

১.৩ চাহিদার বিপরীতে বৈধভাবে ফরমালিন আমদানি, খাদ্যে এর অপব্যবহার রোধ এবং ফরমালিন ব্যবহার তদারকি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান রেখে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১.৪ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে এবং তদারকিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআই ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ব্যবসায়ি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

১.৫ খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

২. প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কিত

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা ও কার্যক্রম পরিচালনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ্যণীয়। এগুলো হলো- মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রমে জনবলের স্বল্পতা ও এ কাজে সুনির্দিষ্ট পদ না থাকা; খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে সুনির্দিষ্ট পরিদর্শন গাইডলাইন, ম্যানুয়াল, চেকলিস্ট ও যানবাহনের অভাব; সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব; স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি ও মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা কাঠামোয় দ্বৈততা ও ঘাটতি; সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকা; মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাব; আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং ফরমালিন আমদানি ও এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ তদারকি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে- মাঠ পরিদর্শনে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক বিভিন্ন রেঁস্তোরা, বেকারি ও খুচরা বিক্রেতার থেকে ঘুষ গ্রহণ ও মাসিক ভিত্তিতে বড় দোকানদার, রেঁস্তোরা ও বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতামূলক দুর্নীতি; বিএসটিআই'র ফিল্ড অফিসার কর্তৃক খাদ্য কারখানা পরিদর্শনে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহে ঘুষের বিনিময়ে শিথিলতা প্রদর্শন। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং মাঠ পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের যোগসাজসে নমুনা পরীক্ষা না করে ঘুষ ও উপঢৌকনের বিনিময়ে সনদ প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে সমন্বিত একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় এবং গৃহীত উদ্যোগগুলো দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয় না।

সুপারিশসমূহ:

২.১ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অতিসত্ত্বর 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে

২.২ কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জন্য আলাদা বাজেট এবং ফাঁকা পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করতে হবে

২.৩ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরিদর্শণ কাজে গতি আনতে বরাদ্দ দিতে হবে ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে, স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে

২.৪ খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তা নিশ্চিত করা এবং এ কাজে পুলিশ ও প্রশাসনের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে

২.৫ খাদ্য তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

২.৬ জেলাপর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রমকে সক্রিয় করা এবং আইনানুযায়ী বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে

২.৭ মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে কর্মরত পরিদর্শকদের (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফিল্ড অফিসার, খাদ্য পরিদর্শক) জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে

২.৮ দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অন্যান্য অংশীজনের (যেমন - সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সাংবাদিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে

৩. খাদ্য পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত

বাংলাদেশে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অধীনে পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে জনগুরুত্ব ও কাজেরসপরিধি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি (পিএইচএল), শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিএসটিআই ফুড ল্যাবরেটরি, ঢাকা সিটি করপোরেশনের পাবলিক হেলথ ফুড ল্যাবরেটরি (পিএইচএফএল) অন্যতম। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা যেমন- জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, টেকনিক্যাল স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও এ পদগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা, খাদ্যের নমুনা পরীক্ষায় দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং এর অভাব, পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, বন্দরগুলোতে পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও এগুলো সচল না থাকা এবং খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে পরীক্ষাগারগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারে না।

সুপারিশসমূহঃ

৩.১ খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বেনাপোল স্থলবন্দরের দ্রুত চালু করতে হবে।

৩.২ খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে। বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২১টি পলিসি ব্রিফ প্রণীত হয়েছে।

**প্রচ্ছদ ছবি: মীর আহসান হাবীব*

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh